Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

'প্রার্থনা'

'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কায়কোবাদ বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি সম্পূর্ণ শূন্য হাতে স্রষ্টার কাছে এসেছেন। স্রষ্টার কাছে মনোবল প্রার্থনা করে বলেছেন, তিনি জানেন না, স্রষ্টাকে কিভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে হয়। তাঁর এমন কিছু নেই যা দিয়ে তিনি স্রষ্টার আরতি করবেন। তাই নিঃসম্বল অবস্থায়, সম্পূর্ণ শূন্য হাতে, তাঁর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কবি স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। দুঃখ-দারিদ্র্যে, বিপদে-আপদে অথবা কবি যখন অর্থ-সম্পদের মধ্যে থেকে সুখ সাগরে ডুবে ছিলেন, তখনো এক মুহূর্তের জন্যও তিনি স্রষ্টাকে ভুলে থাকেননি। কবির জীবনে মরণে, শয়নে-স্বপনে অর্থাৎ সব সময়ই এই স্রষ্টাই তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল ও পথের সম্বল—এ কথা তিনি প্রতিমুহূর্ত মনে রেখেছেন।

সুখের দিন কবি স্রষ্টাকে যেভাবে স্মরণ করবেন, তেমনি দুঃখের অমানিশায় যখন তিনি পতিত হবেন, তখনো যেন স্রষ্টার কর্মে কবি-হৃদয়ে কোনো দ্বিধা বা সংশয় না জন্মে, এ প্রার্থনাই তিনি করেন।

প্রশ্ন: স্রষ্টার প্রতি মানুষের অসীম কৃতজ্ঞতার কারণ কী? বুঝিয়ে লিখ।

কবি স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার কাছে মনোবল প্রার্থনা করেছেন। কারণ, কবি জানেন, গাছে গাছে পাখি, সর্বদা স্রষ্টার গুণগানে আত্মহারা, বনে বনে ফুল-ফলও বিধাতাকে স্মরণ করছে। তাঁর দয়ায় জগতের সব কিছু চলছে। তাঁর কাছেই সবাই সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্বজগতের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণ ধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে-দুঃখে, শয়নে-স্বপনে তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

কবি কায়কোবাদ তার 'প্রার্থনা' কবিতায় 'বিভো' শব্দটি দ্বারা মহান সৃষ্টিকর্তাকে সম্বোধন করেছেন এবং নিজেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সযতেœ লালন পালন করেছেন। এই বিশাল পৃথিবী, তার অপার সৌন্দর্য, প্রাণের সঞ্চার, উপভোগের বিশাল আয়োজন সবকিছুই পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার দান। সৃষ্টিকর্তার করুণার ওপরই মানুষ এ পৃথিবীতে বেঁচে আছে। এ সব কারণেই মানুষ স্রষ্টার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

প্রশ্ন: কবি হৃদয়ে শক্তি কামনা করেছেন কেন?